যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

গণহত্যা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসূচি নিম্নরূপ:

তারিখ	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ	স্থান\ সময়
১২/০৩/২০২২ শনিবার	কবিতা আবৃত্তি **অমর নাম----শামসুর রহমান**	ক –গ্রুপ (৩য়-৫ম) ৯.১০ থেকে শুরু	লাইব্রেরী
১২/০৩/২০২২ শনিবার	কবিতা আবৃত্তি **স্বাধীনতা তুমি----শামসুর রহমান**	খ –গ্রুপ (৬ষ্ঠ - ৮ম) ৯.৫০ থেকে শুরু	লাইব্রেরী
১২/০৩/২০২২ শনিবার	কবিতা আবৃত্তি **স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো-নির্মলেন্দু গুণ**	গ –গ্রুপ (৯ম- ১২শ) ১০.৩০ থেকে শুরু	লাইব্রেরী
১২/০৩/২০২২ শনিবার	**জাতীয় সংগীত**	ক –গ্রুপ (৩য়-৫ম) ১০.৩০ থেকে শুরু	হলরুম
১২/০৩/২০২২ শনিবার	**জাতীয় সংগীত**	খ –গ্রুপ (৬ষ্ঠ - ৮ম) ৯.৫০ থেকে শুরু	হলরুম
১২/০৩/২০২২ শনিবার	**জাতীয় সংগীত**	গ –গ্রুপ (৯ম- ১২শ) ৯.১০ থেকে শুরু	হলরুম
১২/০৩/২০২২ শনিবার	রচনা প্রতিযোগিতা **বিষয়: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা**	ক –গ্রুপ (৩য়-৫ম) ১০.৩০- ১১.৩০	কলেজ ২০৩
১২/০৩/২০২২ শনিবার	রচনা প্রতিযোগিতা **বিষয়: বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা**	খ –গ্রুপ (৬ষ্ঠ - ৮ম) ১০.৩০ - ১১.৩০	কলেজ - ২০৫
১২/০৩/২০২২ শনিবার	রচনা প্রতিযোগিতা **বিষয়: মুক্তিযুদ্ধ ও নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু**	গ –গ্রুপ (৯ম- ১২শ) ১০.৩০ - ১১.৩০	স্কুল-২০৩

বি. দ্র.: সম্মানিত বিচারকগণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে জনাব স্মৃতিলতা ঘরামী ,সহকারী শিক্ষক , হিন্দু ধর্ম শিক্ষা এর নিকট ফলাফল জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

০৮/০৩/২০২২

(জনাব কল্যাণ সরকার)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

আহবায়ক

১০/০৩/২০২২

(মোছাঃ কবিতা পারভীন)

প্রভাষক, ভূগোল

ও

আহবায়ক

গণহত্যা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন কমিটি

যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

ছড়া

অমর নামঃ শামসুর রহমান

'ক' গ্রুপ
৩য়-৫ম শ্রেণি
২৬শে মার্চের জন্য
নির্ধারিত ছড়া

একটি ছেলে, গাঁয়ের ছেলে
মাঠে-ঘাটে ছোটে,
রোদের মতো তাজা হাসি
ফোটে যে তার ঠোঁটে।

ঘাসের দিকে, লতার দিকে
তাকায় ভালোবেসে,
মধুমতী নদী তাকে
দেখে ওঠে হেসে।

এই ছেলেটি বড় হয়ে
দেশের লোকের তরে,
শত্রুসেনার সঙ্গে জীবন
বাজি রেখে লড়ে।

জেল জুলুমে দিন কাটে তার,
ভয় পায় না মোটে,
মুক্তি পেলে তার মিছিলে
সবাই এসে জোটে।

গাছের পাতা, ধূলিকণা
বলছে অবিরাম,
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
অমর তোমার নাম।

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের থাঁ থাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদে

-নির্মলেন্দু

ভাষা গ্রুপ
৯ম - ১২শ শ্রেণি
২৬শে মার্চের জন্য
নির্ধারিত কবিতা

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি ,মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ... ।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, — এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: "কখন আসবে কবি?' "কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকন্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।